সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে আওয়ামী লীগের অপঃরাজনীতি

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ এখানে সহাবস্থান করে আসছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা নব্বই ভাগের বেশি মুসলিম হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের অনুসারীরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে।
৩য় বিশ্বের সমস্যাগ্রস্থ দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ। শিষ্টাচার বহির্ভূত রাজনীতি, দোষারোপের অপরাজনীতির চারণভূমি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপর বার বার আঘাত দেখে এদেশের মানুষ অভ্যস্থ। এসব কিছুতে ঘি ঢালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অযাচিত হামলার ঘটনা। মিডিয়া, আন্তর্জাতিক মিডিয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সকলেই সোচ্চার সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কিন্তু কি এক অজানা কারণে সকলের আংগুল জামায়াত ইসলামীর দিকে । বর্তমানে তো তা আর ও বড় আকার নিয়েছে। দেশের ভিতরে বা বাইরে সংখ্যালঘু নিয়ে কোন ঘটনা ঘটেলেই তার দোষ চাপানো হয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওপর। খুন-খরাবি থেকে শূরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরণের চক্রান্তে জামায়াতের ঘাড়েই চাপানো হয় বোঝা। আইন শৃংখলা বাহিনী যখন কোন কুল কিনারা পাননা তখন জামায়াতকে দায়ি করে দ্বায়সারা বক্তব্য প্রদান করেন। এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ও সেই তালে তাল দেয়। জামায়াতের ওপর দোষা চাপানো সরকারের নেশায় পরিণত হয়েছ।

দেশের পুলিশ সবগুলো কেসের জট খুলতে না পারলেও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা নেই সেটা বের হয়ে আসে। কিন্তু কেন প্রথমে জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ চাপানো হয়, তার কোন স্বদুত্তর প্রশাসনের কাছে নেই। এরকম নানান অপরাধে জামায়াত কে জড়ানোর পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলায় ও অযথাই এবং অনুমানে নির্ভর করে দায়ী করে পরে নিজেদের নেতা কর্মীদেরই জড়িত থাকার নির্লজ্জ প্রমাণ ও রয়েছে আওমীলিগের ইতিহাসে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নষ্ট রাজনীতি
আওয়ামী লীগ সরকারই কম বা বেশি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে ও দিচ্ছে। তা তারা দিয়েছে ও দিচ্ছে 'ভোটের জন্য', 'ক্ষমতায় থাকার জন্য' বা 'ক্ষমতা পাওয়ার জন্য'। আমরা মনে করি শাসকশ্রেণী ও গোষ্ঠী না চাইলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে না বরং তার বিলোপ ঘটবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই বাঙালি-অবাঙালির বিভেদ তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে চলছে। তাদের উদ্দেশ্য লুটপাট, হিন্দুদের জমি দখল। হিন্দুদের তাড়াতে পারলে অর্থসম্পদ সম্পত্তির দখল আর দেশে থাকলে জোর জবরবস্তি করে ভোট নেয়াই তাদের মুদ্রা দোষে পরিণত হয়েছে। এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদের পেছনে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস কাজ করেনি। সবই মূলত ঘটেছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ থেকে।

ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ
প্রাণের নিরাপত্তা : অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনিকে মৃত্যুদ- দেন। তিনি বলেন, "যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।"
"যে অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে বাদি হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদি হবো আমি কিয়ামতের দিন জয়ী হবো।" (তারিখে বাগদাদ)
'যে সংখ্যালঘুকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দিল।' (তাবরানি আওসাত) হযরত আলী (রা)- এর আদালতে সংখ্যালঘু নাগরিক হত্যাকারী এক মুসলিমকে উপস্থিত করা হলো এবং সাক্ষী- প্রমাণের মাধ্যমে তার অপরাধ প্রমাণিত হলো।

ইসলাম সকল প্রকার সম্প্রদায়িক শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। লঘিষ্ঠ আর গরিষ্ঠকে মুক্ত করতেই এই জীবনব্যবস্থার আগমন। শাশ্বত বিধান আল ইসলামের লক্ষ্যই হচ্ছে সকল প্রকার ভেদাভেদ উঁচু-নিচু, হিংসা- বিদ্বেষমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে অন্য সকল মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত করা। সুতরাং যারা এতুটু চেতনা বিশ্বাস ও আল্লাহর কাছের জবাবদিহির মানসিকতাকে লালন করে তারা কখনোই অন্যের অধিকার হরণ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি ও সম্পদ লুণ্ঠনের মতো গর্হিত কাজ করতে পারে?

নিচে জামায়াতের ওপর চাপানো এমন কিছু দোষারোপ বাস্তবিক অর্থে জামায়াত সংশ্লিষ্টতা নেই বলে প্রমাণিত।

কেস স্টাডি নং: ১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা

১৯ অক্টোবর ২০১৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যাঙ্গ করে ছবি পোস্টের জের ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বাড়ি- ঘরে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসি। পরবর্তীতে মাদ্রাসা শিক্ষক এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

দেশের উন্নয়ন আর আওয়ামী লীগের সফলতায় উন্মাদ হয়ে বিএনপি জামায়াতের চক্রান্তে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মনগড়া দোষারোপে অভস্থ্য আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহমুদ (১) এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ(২)।

১/ ht t p: / / bangl a. bdnews24. com/ pol i t i cs/ ar t i cl e1239039. bdnews

২/ ht t ps: / / goo. gl / 8OwTTP

জামায়াতের বিবৃতি:

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়ী- ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতকে জড়িয়ে মিথ্যা বক্তব্য দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ এবং নিন্দা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান৭ নভেম্বর ২০১৬ এক বিবৃতি প্রদান করেন(১)।

১/ht t ps: / / goo. gl / CkRml d

আসল ঘটনা:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুজুর সিরাজুল ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত শহরের ভাদুঘরে জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম মাদ্‌রাসার প্রধান ফটকে ২টি তালা মেরে দেয় দুর্বৃত্তরা। সে সাথে পবিত্র কাবা শরীফের ছবির উপর মূর্তি বসিয়ে বিরাট পোস্টার সাঁটিয়ে দেয়া হয়। একই ভাবে শহরের কাউতলী জামে মসজিদ ও শহরতলীর বিজেশ্বরে জামিয়াতুস সুন্নাহ্ মাদ্‌রাসায় একই কায়দায় পোস্টার সাঁটানো হয়। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ জেলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘটনাটি জানান। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে মাদ্‌রাসায় পৌঁছে তালা ভেঙে গেইট খুলে দেয়। এনিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঠেকাতে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমদের নিয়ে তাৎক্ষণিক সভা করেন। উল্লেখ্য, গত ২৯শে অক্টোবর পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যঙ্গচিত্র করে নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের জগন্নাথ দাসের ছেলে রসরাজ দাস তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জের ধরে গত ৩০শে অক্টোবর দুষ্কৃতকারীরা উপজেলা সদরে সংখ্যালঘুদের মন্দির ও ঘর- বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে)১(।

১/ht t p: / / www. mzami n. com/ ar t i cl e. php?mzami n=38813

ht t ps: / / yout u. be/ p6C_37Kxf yI

কেস স্টাডি নং: ০২

রামু বৌদ্ধপল্লীতে হামলা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে দুর্বৃত্তরা একযোগে হামলা চালায় রামুর ঐতিহ্যবাসী ১২টি বৌদ্ধবিহার এবং বৌদ্ধপল্লীতে। উত্তম বড়ুয়া নামে ফেইসবুকে পবিত্র কোরআন অবমাননার অভিযোগে এ হামলা চালানো হয়।

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

রামুর বৌদ্ধপল্লীতে হামলার ঘটনা একটি পরিকল্পিত সশস্ত্র জঙ্গিবাদী আক্রমণ। এ জঙ্গিবাদীদের সঙ্গে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বহু জামায়াত সদস্য জড়িত আছে। এমন তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। [1]

জামায়াতের বিবৃতি:

২০১২ সালের ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের রিপোর্টে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে রামুর বৌদ্ধপল্লী, মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ আর লুটপাটের ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা জড়িত ছিল মর্মে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রামুর ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীর সংশ্লিষ্টতা ছিল না। মিথ্যা মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যেই তাদের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা ঘটনার পর থেকেই জামায়াতের পক্ষ থেকে বলে আসছি ওই ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কেউ জড়িত ছিল না। আমরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে আসছি।

আসল ঘটনা:

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা একযোগে হামলা চালায় রামুর ঐতিহ্যবাহী ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধপল্লীতে। রামুতে উত্তম বড়ুয়া নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগ এনে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রামুর ১২টি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও ৩২টি বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আরও ছয়টি বৌদ্ধ বিহার ও শতাধিক বসতঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। পরদিন উখিয়া- টেকনাফে আরও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ও বসতিতে একই ঘটনা ঘটে। [2]

পরের ঘটনাঃ

ঘটনায় কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং কক্সবাজার সদর থানায় ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৩৭৭ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়। পরে তদন্ত সাপেক্ষে সবগুলো মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ১৯টি মামলার কেবল একটি আপসসূত্রে বিচার কাজ শেষ হয়েছে। মামলাটির চার্জশিটভুক্ত ৩৮ জন আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন। বাকি ১৮টি মামলার বিচার কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিচারাধীন এসব মামলায় ৯১০ আসামির মধ্যে অর্ধশতাধিক আসামি পলাতক রয়েছেন। বাকিরা জামিনে রয়েছেন। [3]

---

[1] , http://goo.gl/Fbs8IK
[2] , http://www.kalerkantho.com/online/national/2015/09/29/273463
[3] , http://goo.gl/wfVs95

কেস স্টাডি নং: ০৩
হিন্দুদের ওপর নির্যাতন

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
হিন্দুদের ওপর জামায়াত হামলা চালিয়েছে, তাদের বাড়ি-ঘর, মন্দির ভাংচুর, সম্প্রত্তি দখল করে নিয়েছে। এমন মিথ্যা খবর প্রকাশ করেছে হলুদ সাংবাদিকতা। ২০১৩ সালের ৪ নভেম্বরদৈনিক সমকাল পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় "পাবনায় হিন্দু বাড়ী-মন্দিরে জামায়াতের হামলা", ১২ ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে "এসকে সিনাহার বাড়িতে জামায়াত অগ্নিসংযোগ করেছে", ২১ ডিসেম্বরের দি ডেইলী স্টার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'Jamaat Atrocity Hindus, AL men desert homes' desert homes' শিরোনামের রিপোর্টে "সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে জামায়াত-শিবিরের লোকেরা হিন্দু ও আওয়ামী লীগের লোকদের ২০০ থেকে ২৫০টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ি-ঘর, দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে"- এমন হাজারো দোষারোপ করা হয়েছে জামায়াতের ওপর। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি।

জামায়াতের বিবৃতি:
এ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে, সাতক্ষীরা ও নীলফামারী জেলার কোথাও কোন হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে ও দোকানে, বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের গাড়ির বহরে, কথিত হামলা এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার সাথে জামায়াত-শিবিরের কোন সম্পর্ক নেই।

আসল ঘটনা:
আসল ঘটনার পেছনে কারা জড়িত, তা সকলের কাছে স্পষ্ট। কিছু নুমুনা দেখে নেয়া যাক- সদর উপজেলার জালালাবাদ জলদাস পাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে রাতের আঁধারে এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা ও তাদের বসতভিটা দখল করা হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া স্বর্ণালংকার ও টাকা লুটেরও অভিযোগ উঠেছে। পরে চলতি বছরের ৯ মার্চ হিন্দুদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। ঘটনার ১ম আসামি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম মেম্বার হিন্দুদের বলেন, "তোমরা বাংলাদেশে কয় জন হিন্দু আছ? ধানের খড় দিয়ে পোড়া দিলেও খড় বেচে যাবে।" মাস্তান দিয়ে আরো বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছেন তিনি। হিন্দুরা এখনও হুমকির মুখে আছে।[4]

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় জামায়াত-শিবির জড়িত এটা একটা স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে এমনটি নয়, বরং আওয়ামী লীগই এর সঙ্গে জড়িত। 5

মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ায় পরাজিত আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫টি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এসময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ২০-২৫ জন নারী ও পুরুষ আহত হন। [6]

কেস স্টাডি নং: ০৪

---

[4] , http://goo.gl/V9bQ9t
[5] , http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=12337
[6] , http://goo.gl/A3nXF0

ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ড

২২ মার্চ ২০১৬ কুড়িগ্রাম পৌরসভার গাড়িয়াল পাড়ায় (গড়ের পার) বাসিন্দা খ্রিষ্টান খ্রিষ্টাণ ধর্মাবলম্বকারী হোসেন আলী বাড়ীর সামনে পায়চারি করার সময় মটরসাইকে আসা ৩ আরোহী তাকে গলা কেটে হত্যা করে।

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
২০১৬ সালের ৫ এপ্রিল, দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় □জামায়াত-শিবিরও জড়িত!□ শিরোনামে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে □কুড়িগ্রামের ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ডে জড়িতদের মধ্যে জামায়াত শিবিরের লোকজন রয়েছে□ বলে খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

জামায়াতের বিবৃতি:
কুড়িগ্রামের ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ডে জড়িতদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন লোক নেই। কালের কণ্ঠের এ রিপোর্টে পরিবেশিত তথ্য সর্বৈব মিথ্যা। দৈনিক কালের কণ্ঠের এ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবতার সাথে এ রিপোর্টের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যেই এ রিপোটে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। [7]

আসল ঘটনা:
চলতি বছরের ২২ মার্চ কুড়িগ্রাম পৌরসভার গাড়িয়াল পাড়ার (গড়ের পার) বাসিন্দা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বনকারী মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলী (৬৮) প্রতিদিনের মত সকাল ৭টার দিকে বাড়ীর সামনে হাঁটছিল। এ সময় কালো রঙের ১৩৫ সিসি ডিসকভার মোটর সাইকেলে তিন আরোহী পিছন থেকে অর্তকিত এসে গলা কেটে হত্যা করে। পরে মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর ককটেল ফাটিয়ে এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে কলেজ পাড়া ও বকসী পাড়া দিয়ে পালিয়ে যায়।[8]

পরের ঘটনা:
হোসেন আলী হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। হত্যাকান্ডে আইএস জড়িত দাবি করলেও পুলিশের তদন্তে বেড়িয়ে এসেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি□র সদস্যদের জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এক মাস ১০ দিন পর হত্যাকান্ডের অন্যতম আসামী জেএমবি□র কিলার গ্রুপের সদস্য হাসান ফিরোজ (২৩) কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[9]

কেস স্টাডি নং: ০৫

অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ড
২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উল্টো দিকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন সড়কে কুপিয়ে জখম করে অভিজিৎ রায়কে। পরে হাসপাতালে আনা হলে তাকে মুত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত ডাক্তার।[10]

---

[7] , http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU1NzQ=
[8] , http://goo.gl/gJpjEZ
[9] , http://goo.gl/gJpjEZ
[10] , http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article931281.bdnews

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যার দ্বায়বার জামায়াতের ওপর চাপিয়ে তার বাবার বক্তব্যের বরাতে খবর প্রকাশ করেছে বিভিন্ন গণমাধ্যম। তিনি বলেন, "আমার ছেলেকে হত্যার জন্য উগ্র জঙ্গিবাদীরাই দায়ী। আর এদের মদদ দিয়েছে জামায়াত।"

জামায়াতের বিবৃতি:

এর তীব্র প্রতিবাদে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "নিহত অভিজিৎ রায়ের বাবার বরাত দিয়ে প্রচারিত বানোয়াট, মিথ্যা ও কাল্পনিক বক্তব্যে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অভিজিৎ রায়ের নির্মম হত্যাকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। জামায়াত সব সময়ই এ সমস্ত হত্যাকাণ্ডসহ কাপুরুষোচিত সকল হত্যাকাণ্ড এবং উগ্র কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায়। জামায়াতকে জড়িয়ে যে সব খবর প্রচারিত হচ্ছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

পরের ঘটনা:

ব্লগার অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী সহ ৩ জনকে আটক করেছে র‍্যাব। তারা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সক্রিয় সদস্য বলে জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা। এ হত্যার হোতা হিসেবে তৌহিদুর রহমান নামে একজন প্রবাসী বাংলাদেশীর নাম উল্লেখ করে র‍্যাব। তারা কেউই জামায়াত বা শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। [11]

দেশে বা দেশের বাইরে কোথাও কোন কিছু ঘটলেই কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই তার জন্য জামায়াতকে দায়ী করে মিথ্যা প্রচারণা চালানো এক শ্রেণির মিডিয়ার দূরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এ অপপ্রচার 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'সেই প্রবাদ বাক্যের বিকৃত ব্যবহার বই কিছু না। উপরের এসব ঘটনার কোনটাতেই জামায়াত বা শিবির জড়িত নয়। সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের উচিত হবে জামায়াতের ওপর এরুপ দোষারোপ চাপানো থেকে সরে এসে তদন্তের কাজকে ত্বরান্বিত করা। না হলে মূল সন্ত্রাসীরাই সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাবে।

আওয়ামী লীগের শাসনআমলে এবং তাদের দ্বারা নানা সময় ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ

আওয়ামী সরকারের শাসনে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আওয়ামী চেলাদের নির্যাতন বেড়েছে। জামায়াত-শিবিরকে ফাসাতে সংখ্যালঘুদের ওপর মুখোশপরে হামলা করেছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। ভেঙে দিয়েছে তাদের বাড়ি ঘর, জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের মুল্যবান সম্পদ। এসময় আল্লাহু আকবার বলে শ্লোগানও দিয়েছে তারা। যাতে করে জামায়াত- শিবিরকে দোষি করা যায়। কিন্তু সকলের কাছে দিবা লোকের ন্যায় পরিস্কার হয়েছে যে, এসব কর্মকান্ড কারা করেছে।

এছাড়া, তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু নারীদের ধর্ষণও করেছে আওয়ামী নেতারা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো

[11], http://www.bbc.com/bengali/news/2015/08/150818_sr_bolgger_killer_arrested

রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে। সংবাদ মাধ্যমে তা প্রকাশও পেয়েছে।

২০১৫ সালের ৫ নভেম্বর গভীর রাতে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার সুখানপুকুর এলাকার মালিপাড়া দূর্গামন্দিরে দুবৃর্ত্তরা লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর করে পার্শ্ববর্তী পুকুর পাড়ে ফেলে রেখে যায়। মালিপাড়া দূর্গামন্দিরের সভাপতি প্রমথ মালী জানান, গত ৩ নভেম্বর এই মন্দিরে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ৬ নভেম্বর ভোরে মালিপাড়ার লিলি রানী নামের এক গৃহবধু মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা দেখতে না পেয়ে তখন পাড়ার লোকজনকে সেটা জানান। (মানবজমিন, ৭ নভেম্বর, ২০১৫)

২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কোটগাঁও গ্রামের কৈবর্তপাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে দুবৃর্ত্তরা। কোটগাঁও গ্রামের মম নামের এক নারী গত ১২ নভেম্বর রাত আনুমানিক পৌনে ১ টায় ঘরের পাশের শ্রী শ্রী লক্ষী মন্দিরের মূর্তি হাত- মাথা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি মন্দির কমিটির সভাপতি বাবু নগেন দাসকে এই ব্যাপারে জানান। মন্দির কমিটির সভাপতি নগেন দাস বলেন, "কয়েকদিন আগে লক্ষ্মী পূজা শেষ হয়েছে। তারপর কে বা কারা এই প্রতিমা গুলো ভেঙ্গে ফেলে রেখে যায়। "

২০১৫ সালের ১৪ নভেম্বর ঢাকা জেলার সাভার পৌর উত্তরপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা মন্দিরে হামলা চালায় স্থানীয় দুর্বৃত্ত রাব্বি, অনীক, একমন, সবুজ, খায়রুল, নিলয় ও রাজা। হামলার সময় দুবৃর্ত্তরা পূজা দিতে আসা হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী পুরুষদের গালিগালাজ করে। দুবৃর্ত্তদের হামলায় মন্দিরের পূজারী জিবেশসহ ৫ ব্যক্তি আহত হন। (যুগান্তর, ১৫ নভেম্বর, ২০১৫)

২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনকে কুপিয়ে জখম করেছে দুবৃর্ত্তরা। অলোক সেনের স্ত্রী শিখা ঘোষ বলেন, "বিকেল আনুমানিক ৪ টায় তাঁর স্বামীকে তাঁদের চর কমলাপুরের বাসা থেকে দুই তরুণ ডেকে নিয়ে রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। স্বামীর চিৎকারে তিনি বাইরে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। তখন ওই দুই তরুণ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামীকে আরও কয়েকটি কোপ দিয়ে দ্রুত চলে যায়। হামলাকারী দুজনের মুখ ঢাকা ছিল।" (প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০১৫)

মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলা

২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চককানু গ্রামে মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আনুমানিক ১৫ জন মুসল্লি ওই মসজিদে তখন মাগরিব নামাজের পর এশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় তিন- চারজন যুবক মসজিদটিতে ঢুকে প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দেয় এবং মুসল্লিদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যান। গুলিতে মসজিদের ইমাম শাহিনুর রহমান, মুয়াজ্জিন মোয়াজ্জেম হোসেন, মুসল্লি আবু তাহের ও আফতাব উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হন। এরপর মুয়াজ্জিন মোয়াজ্জেম হোসেন বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। (প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৫)

খ্রিষ্টান পাদরিদের হত্যার হুমকি

রংপুর ও দিনাজপুরের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চার্চের ফাদারসহ কর্মকর্তাদের প্রাননাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। দিনাজপুর জেলা সদরের উত্তরপাড়ার গণেশ রায়ের পুত্র অতুল রায়ের নামে পাঠানো সরকারি ডাকযোগে হাতে

লেখা একটি চিঠি রংপুরের ধাপ এলাকায় খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপ্টিস্ট চার্জসংঘের ফাদার মি. বার্নবাস এর নামে পাঠানো হয়। গত ২৬ নভেম্বর ফাদার বার্নবাস চিঠিটি হাতে পান। চিঠিতে ফাদার মি. বার্নবাসসহ ১০টি খ্রিষ্টান সংগঠনের পাদরিদের নাম উল্লেখ করে তাঁদেরও হুমকি দেয়া হয়। এদিকে গত ২৫ নভেম্বর দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ক্যাথলিক চার্চের ফাদার কার্লসকে তাঁর মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

সরাসরি দলীয়ভাবে জড়িত থেকে আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘু নির্যাতন:

যুবলীগ- প্রভাবশালী যোগসাজশে ১৪ হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ

স্থানীয় যুবলীগ কর্মীর আশ্রয়ে প্রভাবশালীরা ১৪ হিন্দু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে। বরগুনার তালতলী উপজেলার পঁচাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের উত্তর গাববারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। যুবলীগ কর্মীদের সহযোগিতায় স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ও সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নামমাত্র দামে ভিটেমাটি বিক্রি করে চলে গেছেন এ গ্রামের ১৪টি হিন্দু পরিবার। তাদের কেউ কৃষক, কেউ চা- পানের দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন। ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া যাদব সরকার ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ তালতলী থানায় তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচারের বিষয়ে একটি মামলা করেন। মামলার পর এলাকার মুনসুর আকনের ছেলে আবদুর রশিদ আকনকে (৪২) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যাদব সরকারের অভিযোগ, বছর তিনেক আগে আবদুর রশিদ তাদের কাছে চাঁদা দাবি করতেন। তার স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয়দের কাছে বিচার চেয়ে কোন ফল পাননি।

যাদব জানান, নির্যাতন সইতে না পেরে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে তিনটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে বরগুনা শহরে আশ্রয় নেয়। একই কারণে ২০১৪ সালের শুরুর দিকে আরো দুটি পরিবার শহরে চলে যায়। তিনি জানান, গত ১১ মার্চ রশিদসহ ২০- ২৫ জন এসে ওইসব হিন্দু পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বলে। হত্যার হুমকিও দেয়। এ কারণে গত ১৩ মার্চ গ্রামের নয়টি হিন্দু পরিবার একযোগে ভিটেমাটি ত্যাগ করে বরগুনার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়।

এলাকাবাসী বলছে, আবদুর রশিদের পেছনে ওই গ্রামেরই হাকিম আলী সরদারের ছেলে যুবলীগকর্মী জাকির হোসেন ও তার ভাই আবদুস সালাম রয়েছেন। তাদের ইঙ্গিতেই গ্রামে হিন্দুদের ওপর অন্যায়- অত্যাচার চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যাদব সরকার ছাড়াও পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, কার্তিক রায় (৬০), হরেন রায় (৫৫), মাধব সরকার (৪৫), ধীরেন সরকার (৭৫), সুভাষ সরকার (৪৪), রমেশ সরকার (৩২), রিপন রায় (৪০), নীলা রানী (৫০), রনজিৎ সরকার (৬০), শ্যামল (৪১), সুমন্ত (৪২), বাবুল (৩৫) ও জিতেন রায় (৬৫)।[12]

মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ গুলিবর্ষণ:

১১ এপ্রিল ২০১৫ শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে একদল সন্ত্রাসী ককটেল ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উল্লাপাড়া পৌরশহরের ঝিকিড়া কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ১০টি মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দিরের জিনিসপত্র তছনছ করেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিজিবির আগমন টের পেয়ে হামলাকারীরা বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর আগে হামলাকারীরা উল্লøোপাড়া পাটবন্দরে

[12] http://amardeshonline.com/pages/details/2015/03/27/277650#.VuUHS3197rc

ব্যবসায়ী শ্যামল দাসের পাটগুদামের গদিঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পৌরশহরের ঘোষগাঁতী বলরাম মন্দির চত্বরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়।[13]

নীলফামারীতে মন্দিরে আগুন দিয়ে জামায়াতের নামে পোস্টার

নীলফামারীতে একটি মন্দিরে আগুন দিয়ে হিন্দুদের হুমকি দিয়ে জামায়াতের নামে পোস্টার টাঙ্গিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার ভোরে জেলার ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কাকিনা চাঁপানী সার্বজনীন পুরাতন দুর্গামন্দিরে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতকারীরা পোস্টারের জামায়াত- শিবির বাংলাদেশ জিন্দাবাদ লিখে পোস্টার সেটে যায় দেয়ালে। এই লেখা থেকেই পরিদর্শনকারী ক্ষমতাসীন জোটের নেতা- কর্মীরা পানি ঘোলা করতে থাকে। তারা এলাকাবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যুদ্ধাপরাধের মামলায় ফাঁসিতে দন্ডিত জামায়াত নেতা কামারুজ্জামানের পক্ষ অবলম্বন করে জামায়াত- শিবির নেতাকর্মীরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। [14]

মুখোশ পরে মন্দিরে হামলা, গণপিটুনিতে প্রাণ গেল ছাত্রলীগ কর্মীর

মুখোশ পরে রাতের আধাঁরে মন্দিরে হামলা করতে গিয়ে জনতার গণধোলাই খেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক ছাত্রলীগ কর্মী। ২০১৫ সালের ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস মালিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত ছাত্রলীগ কর্মীর নাম সাদ্দাম (৩৫) । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুখোশপরা ১০ থেকে ১২ জন যুবক মালীপাড়া কালী মন্দিরে হামলা চালায়। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় একজনকে ধরে গণপিটুনি দেয়া হয়। পরে মুখোশ খুলে নিহত সাদ্দামের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।[15]

মাগুরায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৫৭ শতক জমি দখল

মাগুরা সদর উপজেলার আঙ্গারদাহ গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের ৫৭ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করেছে এলাকার প্রভাবশালী প্রতিবেশীরা। অসহায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক অখিল চন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁর পাঁচ ভাই নিরাপত্তার অভাবে সে জমির নিকটে যেতে পারছেন না। প্রায় ৫৫ বছর যাবত নিজেদের ভোগ দখলে থাকা পৈতৃক জমি হারিয়ে এ ভুক্তভুগি সংখ্যালঘু পরিবার এখন প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিরুপায় হয়ে শিক্ষক অখিল চন্দ্র বিশ্বাস মাগুরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে, স্কুল শিক্ষকের পিতা সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস ও ২ কাকা আঙ্গরদাহ মৌজার ৯৮ নং খতিয়ানের ২০১ নং দাগের ৫৭ শতক জমি বিগত ১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে ৩০৩৮ নং রেজি: কবলা দলিল মূলে খরিদ করেন।[[16]] [[17]]

সংখ্যালঘু নারীকে ধর্ষণ, আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সংখ্যালঘু এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ঢাকার ধামরাইয়ের সোয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ধামরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার রাতে মামলা দায়েরের পরপরই তাকে সাভার ব্যাংক কলোনি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই নারী জানান, বছর দেড়েক আগে হাফিজুর তাকে দেখে পছন্দ করেন। এর পর থেকে তাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। একপর্যায়ে হাফিজুরের ভয়ে তার স্বামী তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বছর খানেক আগে হাফিজুর তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে

---

[13] http://dev.dailynayadiganta.com/detail/news/15090#sthash.MC4U5XGa.dpuf
[14] http://www.amardeshonline.com/pages/printnews/2015/04/15/280325
[15] http://www.amardeshonline.com/pages/details/2015/04/18/280682#.VuUJ2n197rc
[16] , http://amardeshonline.com/pages/printnews/2015/02/23/271667
[17] , http://www.bd24live.com/bangla/article/26725/index.html

সাভার নিয়ে আসেন। সাভার আনার পর তাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে সাভার পৌরসভার ব্যাংক কলোনি মহল্লায় বাসা ভাড়া নেন। এরপর থেকে তারা স্বামী- স্ত্রী পরিচয়ে ওই বাসায় বসবাস করছিলেন। এ সময় তিনি বিয়ে করার জন্য হাফিজুরকে চাপ দেন। [18]

সংখ্যালঘু শিশুকে ধর্ষণ করে যুবলীগ নেতা হাতেনাতে ধরা:

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের এক শিশুকে ধর্ষণের সময় স্থানীয়রা যুবলীগের এক নেতাকে হাতেনাতে আটক করেছে। তার নাম শামছুল মিয়া চৌধুরী (৩২)। তিনি উপজেলার কাগাপাশা ইউনিয়ন যুবলীগের জ্যেষ্ঠ সহ- সভাপতি বলে জানা গেছে। ২০১৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধর্ষণ করার সময় হাতেনাতে আটক করে গণপিটুনী দেয়। পরে তার হুমকির কারণে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন শামছুল মিয়া সেখানে উপস্থিত সবাইকে শাসিয়ে বলেন, এ ঘটনা নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তিনি তাঁকে 'দেখে নেবেন'। শনিবার সকালে ধর্ষিতা শিশুর মা যুবলীগ নেতা শামছুলের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে মামলা করেন। পরে দুপুরে এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[[19]] [[20]]

এক নজরে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্তসংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের চিত্র:

নির্যাতনের ধরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
নিহত	৩৪	২৬	৩৯	২২	১৮	৪৫	২৪
আহত	৫০২	২৪৪	১০৭	৬৯	১১৮	৭৮	২৩৪
বাড়িঘর ভাংচুর সম্পদ জমি দখল	৫	২০	২১	৮১	৪৪১	৩৭১	২০৯
মন্দির ভাংচুর	২৮	২৩	২৫	৪৬	১২৫	৩২	২১
মূর্তি	৩০	৩	৩২	১২	৩২২	১৯৩	১৮০
ধর্ষণ	২৫	৮৪	৬১	৫৯	৪২	৫৫	২৭
ধর্মান্তরিত	৫	২	৯	৫	৬	৪	৯

একশ্রেণী স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, তাদের সম্পদ লুটপাট করে লাভবান হচ্ছে। আবার আর এক শ্রেণী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে এর কল্পকাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ইসলামকে বিপন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আজ আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সুদৃঢ় করতে হবে এ দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য সম্প্রীতির বন্ধনকে।

[18] , http://www.amardeshonline.com/pages/details/2015/01/20/266231#.VuUMFH197rc
[19] , http://www.amardeshonline.com/pages/details/2015/09/13/301836#.Vu5D1NJ97rc
[20] , http://www.banglamail24.com/news/137592